R. N. No. 2532/57 | Phone No. RGG.112 | Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৪ সাল
১লা জুলাই, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০,টাকা

হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপের একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দাপট কমেনি

ধুলিয়ানঃ সমসেরগঞ্জ থানার এলাকাধীন হাউসনগর হাই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে ডি, আই, অফ স্কুলস (মাধ্যমিক) ঐ প্রতিষ্ঠানে গত ২১ এপ্রিল তদন্তে আসেন। তদন্তে কয়েকজন শিক্ষকের পাওনা বকেয়া টাকা প্রধান শিক্ষক তছরূপ করেছেন বলে ধরা পড়ে। পরিদর্শক তাঁর তদন্ত রিপোর্টে ঐ অভিযোগ জানিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়ে ডাইরেক্টর অফ স্কুলস, সেক্রেটারী ওয়েষ্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা বোর্ড ও হাউসনগর হাই মাদ্রাসার সম্পাদককে (১০৫০/১(৬) নং তারিখ ২৬মে) তাঁর তদন্ত রিপোর্টের অনুলিপি পাঠিয়েছেন বলে প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৯৮৫ সালের ১১ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড উক্ত স্কুলের ছয়জন শিক্ষকের নিয়োগ অনুমোদন করেন। এঁদের মধ্যে একজন এম, এ, বি-এড থাকা সত্ত্বেও সকলকেই সাধারণ বি-এ পাশের স্কেলে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু জানা যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত এম, এ শিক্ষকের জন্য বকেয়া ১২৪১২.৪০ পঃ বিল করা হয়। পরে সহি করিয়েও মাত্র ২৫০০ টাকা বিলি করে বাকী ৯৯০২-৪০ পঃ নাকি প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করেন। এই গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতেই ডি আই অফ স্কুলস তদন্তে আসেন ও সাক্ষী প্রমাণে তছরূপ প্রমাণিত হয়। তবুও ম্যানেজিং কমিটি প্রধান শিক্ষকের কবজায় থাকায় ডি, আই এর তদন্ত রিপোর্ট চাপা দেবার চেষ্টা চলছে বলে খবর। উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরোও কয়েকটি গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ করেন স্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ। তাঁদের সূত্রে জানা যায় প্রধান শিক্ষক মোঃ কামিরুদ্দিন (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

হেড ক্লার্কের পদে পেনসনভোগীর নিয়োগ পুরসভায় স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হলো

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভায় হেড ক্লার্কের পদে পেনসনভোগীর নিয়োগ এক স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। সর্বপ্রথম ঐ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয় কয়েক বছর আগে। কিন্তু তৎকালীন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী তাপস রায়কে নিয়োগ না করে পেনসনপ্রাপ্ত নাবাঁচা হালদারকে ঐ পদে নিয়ে আসেন। ঐ ঘটনা নিয়ে সে সময় শহরে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সমর্থনে বলেন--নাবাঁচা হালদার জেলা প্রশাসকের অফিসে অফিস সুপার হিসাবে অবসর নেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোকে মজবুত করা যাবে এবং তাঁকে কোন গ্রেড মাফিক বেতন না দিয়ে স্বল্প ভাতায় নিযুক্তি দেওয়ায় পুরসভা আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হবে। শ্রীহালদার দীর্ঘ দশ বছর মাসিক ৩৫০ টাকায় ঐ পদে থাকেন। জানা যায়, শ্রীহালদার অসুস্থ হয়ে এক মাসের ছুটি চাইলে সে ছুটি না মঞ্জুর হলে তিনি পদত্যাগ করেন। বর্তমান পুরবোর্ড শ্রীহালদারের ফাঁকা পদে পরীক্ষার মাধ্যমে বেকারদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা না করে পুনরায় সুধীর দাস নামে জনৈক পেনসনভোগীকে হেড ক্লার্ক পদে নিয়োগ করেন। সম্প্রতি জানা যায় শ্রীদাস স্বল্প ভাতায় (যদিও ভাতা বেড়ে ৫০০ টাকা হয়েছে) কাজ করতে রাজী না হয়ে তাঁর বেতন এগারো শত টাকা করা হোক বলে দাবী জানান। কিন্তু বিরোধী কমিশনারদের আপত্তিতে সে দাবী পূরণ করা সম্ভব না হলেও বোর্ড তাঁর ভাতা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজের বেহাল অবস্থা

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কালিদাস চ্যাটার্জী গত সপ্তাহে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে গভর্ণিং বডির কাছে তাঁর লিখিত পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন বলে জানা যায়। দীর্ঘ চার বৎসর কাল তিনি ঐ পদে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রিন্সিপ্যালের পদে কলেজ সার্ভিস কমিশন অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকারকে অনুমোদন দেন। কিন্তু তৎকালীন গভর্ণিং বডি কলেজ সার্ভিস কমিশনের ঐ আদেশ মানতে রাজি হননি এবং কালিদাস বাবুকে অধ্যক্ষের কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এই নিয়ে গত চার বছর ধরে কলেজে অধ্যক্ষ পদকে কেন্দ্র করে গোলমাল চলছে। সম্প্রতি গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট হরিলাল দাসও বডির সভ্যদের সঙ্গে মতবিরোধের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক ডামাডোলে লাগামহীন দুর্নীতি

আহিরণ : ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার টি রাজারাম গত মার্চ মাসে অবসর নিয়েছেন। তারপর থেকে ঐ পদে পাকা-পাকি কেউই যোগ দেননি। ফলে জবরদস্ত প্রশাসনিক কর্তার অনুপস্থিতিতে ব্যারেজের কাজকর্মে ঢিলেঢালা ভাব দেখা যাচ্ছে। জঙ্গিপুর ব্যারেজে তো রামরাজত্ব চলছে। যত-রকম বেনিয়ম এখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গিপুর ব্যারেজের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার ভার যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের উপর রয়েছে তিনি নরম মানুষ বলে শোনা যায়। কোন কর্মচারীই তাঁকে তোয়াক্কা করেন না। নইলে লাগামহীন দুর্নীতি এখানে ছড়িয়ে পড়তে পারতো না। ব্যারেজের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আষাঢ়, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

বোধোদয় কবে হইবে ?

আইনের রচয়িতা মানুষ। মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্য মানুষই তাহা রচনা করিয়াছে। তাই বলিয়া রচিত আইনের কালো অক্ষরগুলিই যে সর্বক্ষেত্রে জীবনের অপেক্ষা প্রধান হইবে তাহাও স্বীকার করা যায় না। জীবনের স্বাস্থ্য সুস্থতার জন্য এবং তাহারই প্রয়োজনবোধে আইনের প্রয়োজনীয়তা। মনে রাখা প্রয়োজন অক্ষরগুলি নির্জীব আর মানুষ সজীব। তাহারই প্রয়োজন আইনের ব্যবহার তথা প্রয়োগ। কিন্তু সবার উপরে প্রয়োজন মানুষের নীতিবোধ। ইহা আইন নহে। ইহার প্রয়োগের জন্য আদালত নাই, প্রশাসন নাই। মানুষ নিজেই নিজের প্রশাসক। এই বোধেই মানুষ ভাল মন্দের বিচার করিতে পারে। এই চেতনায় মানুষ আপন কর্ম্মের দ্বারা দেবতার সম্মান লাভ করে আবার আপন নীতি বিগর্হিত দুষ্কর্ম্মের দ্বারা পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে পারে। নীতিবোধ থাকিলে মানুষ সহনশীল হয়, পরম সহিষ্ণু হয়, সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হয়।

যে কোন মানুষ নিজের ইচ্ছামতো কাজ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে ভাবিতে হইবে তাহার কাজ যেন অপরের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়। জনৈক ইংরেজ লেখক তাহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—কেহ যদি ড্রেসিং গাউন পড়িয়া, নগ্নপদে, শ্মশ্রুগুম্ফে মোম লাগাইয়া বিচরণ করিয়া বেড়ান তাহাকে কেহ বাধা দিবেন না। কারণ তিনি কাহারও ক্ষতি করিতেছেন না। ইহার দ্বারা লোকের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।

মনে রাখা প্রয়োজন—প্রাণ চাহিলেই সব সময় সব জায়গায় সব কিছু করা যায় না। করিবার আগে ভাবিতে হইবে—তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন কি না? আপন ঘরের দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া সজোরে রেডিও চালান যাইতে পারে—তাই বলিয়া দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া সজোরে রেডিও বাজাইয়া প্রতিবেশীজনের অসুবিধা সৃষ্টি করা যাইতে পারে না। যদি নীতিবোধ (যাহাকে 'সিভিক সেন্স'ও বলা হইয়া থাকে) আপনাকে সংযত করিতে না পারে তখন তো আইনের আশ্রয় লইতে হইবে। সাম্প্রতিককালে এই বোধের অভাব বড় বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। বেলাল্লাপনা, শালীনতাবোধের অভাব যেন সমাজদেহের বড় দুষ্ট ক্ষতের মত বহুমুখ হইয়া দেখা দিয়াছে। বাসে চলিবার সময় অথবা প্রেক্ষালয়ে ধূমপানের নিষেধকে লঙ্ঘন করিবার উলঙ্গ ঔদ্ধত্য নিত্যকার ঘটনা। জলপথে যাত্রীবহন নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া ওঠানামা—সেই ঔদ্ধত্যের বিরল ব্যতিক্রম নয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের কালে পথ পরিক্রমার সময় অশালীন নৃত্য কি মানুষের নীতিবোধের অভাবের পরিচায়ক নহে? সমাজ মানসের সুস্থতার অভাব ঘটিলে, নীতিবোধ হারাইয়া গেলে তখন যেখানে সেখানে আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে বৈকি। তবে আবার বলিতেছি—আইন তো মানুষের জন্য। আইনটা সর্বস্ব নয়। আইনের এবং তাহার প্রয়োগের প্রয়োজন আছে।

আইন দ্বারা সব কাজ হয় না—এই কথাও অনস্বীকার্য্য। এই মুহূর্তে প্রয়োজন মানুষের নীতিবোধের উন্মেষ। প্রত্যেক মানুষকে সুবিধা অসুবিধার দিকগুলি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যে কাজ করিলে অপরের অসুবিধা হয় সেই কাজ হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া যদি কিছু সংখ্যক মানুষ চিদানন্দে ধূমপান এবং ধূম নিক্ষেপণ করেন—তাহাতে যাহারা ধূমপায়ী নহেন তাহাদের অসুবিধা ঘটিতে পারে সে কথা কি তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দুইটি পা, দুইখানি হাত থাকিলেই তো মানুষ হওয়া যায় না। মানবিক চেতনা ও বোধশক্তি হইল মানুষের এবং মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই দেশে মানুষের সেই বোধোদয় কবে হইবে?

সরকারী নীতিই ডাককর্মীদের ধর্ম্মঘটের পথে ঠেলে দিচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক: ডাক সংগঠনগুলির সূত্রে জানা যায় আগামী ১৪ থেকে ২০ জুলাই সারা ভারতে ডাক ধর্ম্মঘট হতে চলেছে। ডাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মচারী সংগঠন এই ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এই ধর্ম্মঘটে সামিল হচ্ছেন সারা ভারতের প্রায় ছলক্ষ বিভাগীয় ও অবিভাগীয় কর্মচারী। এর মধ্যে প্রায় তিন লক্ষই অবিভাগীয় বা ই, ডি, কর্মী। সংগঠনের জনৈক মুখপাত্র জানান—সরকারের নীতিই তাঁদের ধর্ম্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেছে। শুধুমাত্র তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাঁরা এই পথে পা বাড়াননি। জনসাধারণের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা বাতিল করতে সরকার সুকৌশলে যে অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তারই বিরুদ্ধে ডাককর্মীরা আন্দোলনে নামাকে নৈতিক জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেছেন। নইলে আগামী প্রজন্ম তাঁদের স্বার্থপর, ভীরু, কাপুরুষ বলে ঘৃণা করবে বলে তাঁরা মনে করেন। এই জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি কি তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—ডাকঘরের ই, ডি প্রথা বৃটিশ আমলের কুখ্যাত 'দাস প্রথা' ছাড়া কিছুই নয়। সে সময় বৃটিশরাজ জমিদারকুলের সাহায্যে তাঁদের নিজেদেরই যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে ই-ডি প্রথা চালু করে। তখনকার দিনে তাঁদের সামান্য কিছু সাম্মানিক দেওয়া হতো। গ্রামের মানুষের তথা ভারতের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে স্বাধীন জাতীয় সরকারও সেই প্রথা বজায় রেখে চলেছেন। অনেক আন্দোলন শেষে বর্তমানে এদের সেই সাম্মানিক বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ টাকা মাত্র। এঁরা অবিভাগীয় ঘোষিত হলেও চাকরীর নিয়ম বিধি ও শাস্তির ক্ষেত্রে এঁদের বিভাগীয় পর্য্যায়েই ফেলা হয়। এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রম এত কম অর্থের বিনিময়ে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এই কুপ্রথা রহিত করে এঁদের সম্মানজনক ভাতা বৃদ্ধির। কিন্তু সরকার ব্যয় সঙ্কোচের দোহাই দিয়ে বর্তমানে অবিভাগীয় অফিসগুলি উঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এবং সাথে সাথে আরো বিভাগীয় অফিস মিলে দেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজার ডাকঘর অবলুপ্তির এক গোপন পরিকল্পনা পাকা হয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা বাড়বে। আর তার সাথে সাথে কমবে বেকার তরুণ-তরুণীদের চাকরী লাভের সুযোগ। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচ করার প্রয়োজনে মাথা ভারী প্রশাসনে কোন উপর তলার পদের অবলুপ্তি তো হচ্ছেই না বরং সেই সব পদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাঁদের সুবিধার দিকে নজর রেখে উপহার দেওয়া হচ্ছে যাতায়াতের জীপ, মারুতি ইত্যাদি। অন্য দিকে গত কয়েক বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। নূতন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। এমন কি প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক কর্মী অবসর নিচ্ছেন সে জায়গায়ও নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। বিপুল বেকার সংখ্যা সীমিত করার ব্যবস্থা না করেই সরকার আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে কাজের গতি বাড়ানোর স্বপ্ন দেখিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মুখের রুটি কেড়ে নেবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থায় কাজের তুলনায় কর্মী নিয়োগ না করে ডাক সেবা পুনর্গঠনের নামে বিভিন্ন দপ্তর উঠিয়ে দিয়ে সরকার যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ দায়দায়িত্ব কর্ম্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে অপপ্রচার (৩য় পৃষ্ঠায়)

শুভ সংবাদ

এবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর ২৯তম মাসিক 'বঙ্গলক্ষ্মী' খেলা আগামী ১০ই জুলাই ১৯৮৭ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জেলাবাসীর এ এক আনন্দ সংবাদ ও সুবর্ণ সুযোগ।

প্রথম পুরস্কার : ১টি (৫ লক্ষ টাকা)
দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫টি (প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা)
তৃতীয় পুরস্কার : ৬০টি (প্রতিটি ১০,০০০ টাকা)
চতুর্থ পুরস্কার : ৩০টি (প্রতিটি ১,০০০ টাকা)
পঞ্চম পুরস্কার : ৩০০টি (প্রতিটি ৫০০ টাকা)

এছাড়া আছে অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতি টিকিটের দাম মাত্র দু টাকা।

যে কোন স্থানীয় এজেন্ট এবং বিক্রেতার কাছে টিকিট পাওয়া যাবে।

অবিলম্বে টিকিট সংগ্রহ করে আপনার ভাগ্য নির্দ্ধারণের এই সুযোগ গ্রহণ করুন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.
নেশনল থর্মল পাওয়ার কারপোরেশন (A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

INDUSTRIAL CANTEEN TENDER

N. I. T. NO. FS : 42 : CS : 972/T-63/87.

Sealed tenders are invited from caterers with good financial resources and proven expertise in running Industrial canteens, to run the plant site canteen of Farakka Super Thermal Power Project, catering (approximately) 500 meals and tea, snacks, sweets to 1200 employees (approximately) per day. The food is to be served at different points inside plant as per directions of NTPC Management. Interested parties on production of proper credentials, latest Income Tax and Sales Tax clearance certificates & on deposit of Rs.25.00 (Twentyfive) only may collect the tender papers on any working day from 10.6.87 to 18.7.87 from 10-00 — 12-00 hours and 14-30 — 16-00 hours. The tenders shall be received in this office upto 3-00 p.m. on 19.7.87 and will be opened immediately thereafter.

SENIOR ENGINEER (CONTRACTS),
F.S.T P.P./N.T.P.C.

ASP/87

হল্টের দাবীতে রেল রোকো আন্দোলন

ধুলিয়ান : গত ২৮ জুন বাসুদেবপুরে একটি রেলওয়ে হল্ট ষ্টেশনের দাবীতে প্যাসেঞ্জার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লাজাহান বিশ্বাসের পরিচালনায় রেল রোকো আন্দোলন শুরু হয়। ভোর থেকে রেলের লাইনে হাজার খানেক মানুষ বসে পড়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে ৩৪৬ আপ বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার, জনতা, কামরূপ এক্সপ্রেস, আপ ও ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার অবরুদ্ধ হয়। সকালেই জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার, সি আই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। রেলওয়ে বোর্ডের ডিভিশনাল ম্যানেজারের ঘটনা স্থলে আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। শেষে মহকুমা শাসক ও পুলিশ অফিসারের মধ্যস্থতায় অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। তাঁরা আন্দোলনকারীদের প্রতিশ্রুতি দেন তিন মাসের মধ্যে হল্ট ষ্টেশনের ব্যবস্থা করতে তাঁরা চেষ্টা চালাবেন। এর জন্য উর্দ্ধতন রেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে চাপ সৃষ্টি করা হবে। আন্দোলনকারীরা ট্রেনের যাত্রীদের জন্য দুধ ও পাঁউরুটির ব্যবস্থা করেন।

ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিচ্ছে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং ডাক ব্যবস্থাকে বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবসাদারদের মুনাফা লোটার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। সে কারণেই নাগরিক হিসাবে জনস্বার্থ রক্ষা ও কর্মচারী হিসাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ডাক কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন সরকারের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এই ধর্মঘটে তাঁদের দাবী বেতন বৃদ্ধি, সুযোগ বৃদ্ধি নয়। তাঁদের দাবী বৃটিশের দাস প্রথা রদ করে ইডিদের সম্মানজনক সর্তে নিয়োগ, অহেতুক ছাঁটাই বন্ধ, ৯ হাজার তরুণ ট্রেনিং নিয়ে এসেও দিনমজুরীতে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন সেইসব আরটিপি কর্মীর পার্মানেন্ট নিযুক্তি, নিযুক্তি বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার ও ব্যয় সংকোচের নাম নিয়ে অযথা ডাক ব্যবস্থাকে সংকুচিত না করা। কর্মীরা বিশ্বাস রাখেন এই আন্দোলনে নাগরিকরাও তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, প্রতিবাদ করবেন সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.
নেশনল থর্মল পাওয়ার কারপোরেশন (A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL.

Ref. No : FS : 42 : O&M (Contracts) : 370

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work. Tenderer desiring documents by post should send Rs.20/ only extra for the work, either by I.P.O. payable at post office, Khejuriaghat OR Demand Draft in favour of NTPC Ltd., payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

Tender documents will be on sale from 06-07-87 to 18-07-87 from 9.00 hrs. to 12.00 hrs. & 14.30 hrs. to 16.00 hrs. Tenders will be opened on the following date, in presence of tenderers or their authorised representatives at 15.00 hrs.

Sl. No.	Name of work	Approx. value of work (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of Tender paper	Date of opening	Duration
1	CHP Conveyor Gallaries Cleaning.	Rs.7.5 lakhs	Rs.15,000	100	20.7.87	One year

Terms & Conditions :—

1) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the Tender.
2) Tenders received late and/OR without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.
3) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of tender documents sent by post.
4) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.
5) The G.C.C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

MANAGER (O&M/MTP)
NTPC/FSTPP

ASP/87

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর পল্লীতে জঙ্গিপুর সিভিল কোর্ট ও পি ডব্লিউ ডি অফিসের পার্শ্বে ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী জায়গা প্লট করে বিভিন্ন দামে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

স্বর্ণদ্যুতি নাথ
হরিদাসনগর
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

তাঁর দাপট কমেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ৭৯-৮০ সালে ভাগলপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রেগুলার ছাত্র হিসাবে এম, এ পড়ার সময় কোন ছুটি নেননি এবং যথারীতি স্কুলে হাজিরা দেখিয়ে নাকি মাস মাস বেতন নিয়েছেন। উপরন্তু তাঁরই প্রশ্রয়ে জনৈক সহকারী শিক্ষক মোঃ আহসানউল্লাও অনুরূপভাবে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রেগুলার ছাত্র হিসাবে এম, এস, সি পড়া কালে স্কুলে যথারীতি হাজিরা দেখিয়ে বেতন নিয়েছেন। শুধু তাই নয় শোনা যায় উক্ত শিক্ষক বেআইনীভাবে স্কুলের অনুমতি না নিয়েই নাকি বি-এড ট্রেনিং নেন। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরোও অভিযোগ, সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যার নামে বিড়ি ওয়েল ফেয়ার বোর্ড (উড়িষ্যা) থেকে অর্থ সাহায্য আদায় করেছেন। এই-সব দুর্নীতি ডি, আই এর তদন্তে প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া রহস্য-জনক বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন। ডি, আই, অফ স্কুলস্ রিপোর্ট পাঠিয়েই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে চুপ করে বসে রয়েছেন কেন—এ প্রশ্নও স্থানীয় অভিভাবকদের। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, ঘটনাকে চাপা দিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও শুরু হয়েছে, তাই এত ঢাক গুর গুর চলছে।

ব্যবস্থায় পরিণত হলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়িয়ে ৬৫০ টাকা করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানীয় বুদ্ধি-জীবীরা এই ব্যবস্থা রদের কথা চিন্তা করতে পুরবোর্ডকে অনুরোধ জানান। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ঐ ব্যবস্থা চালু রাখা ঠিক নয়। কেন না তাতে স্থানীয় বেকার যুবকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার বাড়ছে এবং পুরসভার কাজ-কর্মে যে উন্নতি হচ্ছে এমন মনে করার কোন কারণও নেই। পেনসনভোগীর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকতে পারে কিন্তু বয়সের ভারে তাঁর কর্মদক্ষতা নিশ্চয়ই ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে মনে করাই সঙ্গত। শারীরিক অক্ষমতা দেখা

লাগামহীন দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরীহ সৎ কর্মীদের অভিযোগ, ইউনিয়নের কর্মকর্তারাই এখন প্রশাসনের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইউনিয়নকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই যে কোন অপরাধই সাতখুন মাপ। সে কারণে সব বিভাগেরই কাজেকর্মে কোন শৃঙ্খলা নেই। আমাদের পত্রিকায় জঙ্গিপুর ব্যারেজের অনেক দুর্নীতি প্রকাশ পেলেও আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার নজরে পড়েনি। অফিসের কাজের সময়ে তাসখেলা, টিফিনের আগে অফিস ছেড়ে কোয়ার্টারে গিয়ে ভাত ঘুম দিয়ে বন্ধের কিছু আগে অফিসে ফিরে আসা, মাসের মধ্যে বোশর ভাগ দিনই এ্যাবসেন্ট হয়েও হাজিরা দেখানো এসব তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। উপরন্তু নেশা-গ্রস্ত হয়ে অফিসে এসে হৈহল্লা করার ঘটনাও প্রায় শোনা যায়। দায়িত্বশীল কর্মীরা মনে করেন এই অব্যবস্থা দূর করতে বর্তমানে প্রয়োজন একজন শক্ত মনের জেনারেল ম্যানেজার।

বেহাল অবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কারণে পদত্যাগ করেন। নতুন বডি খুব শীঘ্র গঠন হবে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে নন-টিচিং ষ্টাফের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছে। তাতে পুরাতন সভ্য কানাইলাল সিংহ ও গঙ্গানারায়ণ দাস পুনরায় নির্বাচিত হন বলে প্রকাশ। শিক্ষক প্রতি-নিধি নির্বাচন হবে ৮ জুলাই। বর্তমানে অস্থায়ীভাবে অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজের অধ্যক্ষ সভা-পতির কাজ চালাচ্ছেন। কলেজ সূত্রে জানা যায়, সিনিয়ার অধ্যাপক আশিস্ রায়কে অধ্যক্ষ হিসাবে চাইছেন বর্তমান অধ্যাপক-দের একাংশ। কিন্তু তিনি নাকি ডামাডোলের রাজত্বে ঐ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন।

দেয় বলেই অবসর নেওয়ার নির্দ্দিষ্ট বয়সসীমা আছে। যদি তা না হতো তবে আমৃত্যু চাকরী করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চালু থাকতো। অথর্ব, শক্তিহীন বৃদ্ধের কাছ থেকে আর যাই হোক দক্ষতা আশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে তরুণ, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা তরুণদের মধ্যেই দক্ষতা আশা করা যায়। অক্ষম বৃদ্ধের প্রতি সমবেদনা দেখিয়ে পুর কর্ত্তারা জনগণের অর্থ খেয়াল খুশিমত খরচ করছেন বলেই স্থানীয় বেকার কর্মপ্রার্থীরা মনে করছেন।

সকলের প্রশংসিত

এল এণ্ড টি, মোদি, এ সি সি এবং দুর্গাপুর সিমেন্ট নির্ভয়ে ব্যবহার করুন।

এদের উচ্চ শক্তি, সুনিশ্চিত মূল্য ও অপরিবর্তিত উৎকর্ষতা আপনাকে নিশ্চিত করবে।

তাই নানা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার ঃ

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জাঙ্গপুর (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন ঃ জঙ্গিঃ২৫

ব্রাঞ্চ ঃ ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ রঘুঃ ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে V I P

সকল অনুষ্ঠানে V I P

ভ্রমণের সাথী V I P

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

V I P সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।